রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৪, ২০১৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫৭—৪৬৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৪৫—৮৮৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৭
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১—৩১
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৩৭—৮৫৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) . . . . . ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ মার্চ ২০১৩

নং ৫৩.০০২.০১২.০১.০০.০০২.২০০৩-৯১—রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত ০৯-০৩-১৯৯৬ তারিখের ১২৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের ৫(৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ১১-০৮-২০১০ তারিখের ৪৩৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হল ঃ

চেয়ারম্যান

(১) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

সদস্যবৃন্দ

(২) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(৩) অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক, চেয়ারম্যান, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদ

সদস্য-সচিব

(৪) যুগ্ম-সচিব (ব্যাংকিং প্রশাসন ও বীমা)

২। কমিটির কার্য-পরিধি (Terms of Reference) নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) কমিটি মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সরকার কর্তৃক ০৯-০৩-১৯৯৬ তারিখে প্রণীত নিয়োগ পদ্ধতি ও নিয়োগের শর্তাবলী এবং এতদুদ্দেশ্যে ২০-১২-২০০৪ তারিখে প্রণীত প্রার্থী বাছাইয়ের

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

নীতিমালা (Criteria) অনুসরণক্রমে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্য ও আগ্রহী উপ-মহাব্যবস্থাপকদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করবে; এবং

(খ) উপ-অনুচ্ছেদ-২(ক) অনুযায়ী গৃহীত সাক্ষাতকারে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে একটি মেধাতালিকা প্রস্তুত করবে এবং উক্ত তালিকার মেধাক্রমানুসারে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতির জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

৩। কমিটি পদোন্নতি কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১২০ কর্মদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ/প্রতিবেদন পেশ করবে।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপ-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং আর-৬/৭এন ০৬/২০১৩-১২৫—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ মশিউর রহমান, পিতা জনাব মোঃ আবদুল মজিদকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন ১১/২০১৩-১২৬—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে কুমিল্লা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এস, এম, আলী আজাদ, পিতা মরহুম জনাব এম, এ, আকবরকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২ (অপারেশন)

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৭ ফাল্গুন ১৪১৯/২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৯১.২০১০-৪৬—১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রিয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৪ ধারার ১নং উপধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত মৌজাসমূহের খতিয়ান প্রস্তুত ও সংশোধনের নিমিত্ত জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন নির্দেশক্রমে দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	মৌজা
(১)	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	চর রঘুনাথপুর, আলোকদিয়া, শুকুলিয়া, চর কাঞ্চাদিয়া, চর খাদুলী এবং কানাইদিয়া (ছয়টি মৌজা)।
(২)	পটুয়াখালী	গলাচিপা	চর মাদারবুনিয়া, চর তোফাজল হোসেন এবং চর কাশেম (তিনটি মৌজা)।
(৩)	ভোলা	ভোলা সদর	চর চটকমিরা (একটি মৌজা)।
(৪)	ঢাকা	দোহার	কৃষ্ণদেবপুর, চর মোজাফফরপুর, মাঝিকান্দা (তিনটি মৌজা)।
(৫)	রাজশাহী	চারঘাট	সরদহ, গৌড়াশহরপুর (দুইটি মৌজা)।
(৬)	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	মাজনাবাড়ী, গুজাবাড়ী, গুয়াখোলা (তিনটি মৌজা)।
(৭)	মুন্সিগঞ্জ	টঙ্গিবাড়ী	বিদগাঁও এবং গুনগাঁও (২টি মৌজা)।

কানিজ মওলা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত-১৮/২০১২/৮৭—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প) এর বিরুদ্ধে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫-৪-২০১২ তারিখের মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত ১৮/২০১২/১৪০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মোতাবেক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ (১) অনুযায়ী তাঁকে ০৩-৪-২০১২ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়:

যেহেতু জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে অদক্ষতা, অনিয়ম ও অসদাচরণমূলক কার্যক্রমের জন্য বিভাগীয় মামলা রুজুর নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু তিনি বিভাগীয় মামলার জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন। উক্ত শুনানিতে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জনাব এ কে এম ফজলুল হক কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারামতে অসদাচরণ এবং ৩(এ)(iv) অনুযায়ী অদক্ষতার অভিযোগে দোষী বিবেচিত হয়েছেন;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(এ) (iv) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে একই বিধিমালার ৪(২) এর (বি) ধারা মতে ০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১(এক) বছরের জন্য স্থগিতের "লঘুদন্ড" আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ধারা মোতাবেক অসদাচরণ ও ৩(এ) (iv) ধারা মোতাবেক অদক্ষতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (বি) উপ-বিধি মোতাবেক ১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (Increment) ১(এক) বছরের জন্য স্থগিতকরণের "লঘুদন্ড" প্রদান করা হলো। এতদসঙ্গে এ মন্ত্রণালয়ের ০৫-৪-২০১২ তারিখের মপ্রাম/ম-১/ব্যক্তিগত ১৮/২০১২/১৪০ মূলে জারিকৃত কর্মকর্তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত
সচিব।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সড়ক বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৩/২৬ ফাল্গুন ১৪১৯

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১১.১২-৮৮—জনাব মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯২৫), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-১১-২০০৩ তারিখের সম/ননি/১০/২০০৩-১৮৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে ২২তম বিসিএস (সড়ক ও জনপথ) ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে তিনি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) হিসেবে গত ১০-১২-২০০৩ তারিখে যোগদান করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯২৫)-এর চাকুরী স্থায়ী না হতেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের University of Detroit Mercy-তে M.Sc in Civil & Environmental Engineering এ ২(দুই) বছর মেয়াদি মাষ্টার্স কোর্সে অধ্যায়নের জন্য ০৪-০৪-২০০৪ তারিখে শিক্ষা ছুটির আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে ১৩-০৪-২০০৪ তারিখ আরএইচই/৮পি-৯/২০০৪-১৬৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে শর্ত সাপেক্ষে ০৫-০৫-২০০৪ তারিখ হতে ২(দুই) বছর বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহরিয়ার কবির মঞ্জুরীকৃত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি ০৪-০৫-২০০৬ তারিখে শেষ হওয়ায় পুনরায় ০৫-০৫-২০০৬ হতে ৩১-১২-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত ছুটি বর্ধিত করার জন্য আবেদন করেন এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে ২৫-০৪-২০০৬ তারিখ সজস-১/৮পি-৯/২০০৪-২৫৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমুলে শর্ত সাপেক্ষে ০৫-০৫-২০০৬ তারিখ হতে ৩১-১২-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত ১ বছর ৬ মাস বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পুনরায় ২৪-১২-২০০৭ তারিখে ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় হতে ০৬-০৪-২০০৮ তারিখে সজস-১/৮পি-৯/২০০৪-২৬৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে ৩৬ মাসের (০৫-০৫-২০০৪ হতে ৩১-১২-২০০৭ পর্যন্ত) বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ ৩০-০৬-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়;

যেহেতু, মঞ্জুরীকৃত উক্ত ছুটির মেয়াদ ৩০-০৬-২০০৮ তারিখে শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করে ০১-০৭-২০০৮ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯২৫) নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-গ এ উল্লেখিত শর্ত অনুযায়ী ২(দুই) বৎসর শিক্ষানবিস হিসেবে চাকুরী করেননি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-১১-২০০৩ তারিখে সম/ননি/১০/২০০৩-১৮৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ-গ এর শর্ত অনুযায়ী সরকারি কর্মকমিশনের পরামর্শ ব্যতিরেকে তাঁকে চাকুরী হতে অপসারণ করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি চাওয়া হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহরিয়ার কবিরকে চাকুরি হতে অপসারণ (removal from service) এর বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু জনাব মোঃ শাহরিয়ার কবির, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) (পরিচিতি নম্বর ৬০১৯২৫), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৭-২০০৮ থেকে চাকুরি হতে অপসারণ (removal from service) করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

সওজ সম্পত্তি অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৪ মার্চ ২০১৩/২০ ফাল্গুন ১৪১৯

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৭.০০১.১১-৬৮—সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বরিশাল জোন এর অধীন টগড়া-ইন্দুরকানী বালিপাড়া-কলারণ-সন্ন্যাসী (Z-৭৭১১) সড়কের ২য় কিলোমিটারে পিরোজপুর জেলার জিয়ানগর উপজেলায় বলেশ্বর নদীর উপর নির্মিত ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ ইন্দুরকানী সেতুটির নাম "শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু" হিসাবে সরকার নামকরণ করিলেন।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওশন আরা বেগম
উপ সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০২০.১৩৫.২০১১-৯৪—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী অধ্যাদেশ-১৯৭৬) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের নৌ-বাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল এম. ফরিদ হাবিব, এনডিসি, পিএসসি-কে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ দান করা হলো।

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০২০.১৩৫.২০১১-৯৩—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ১৯-০২-২০১৩ তারিখের এনএসসি/১২০/এ/জেন/৫৩৩ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (সংশোধনী অধ্যাদেশ-১৯৭৬) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক ভাইস এডমিরাল জহির উদ্দিন আহমেদ, (এনডি) এনডিসি, পিএসসি (অবসরপ্রাপ্ত)-কে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন এর সভাপতি পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইসরাত হোসেন খান
সিনিঃ সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ফাল্গুন ১৪১৯/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৩৯/২০১২/৫১—যেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ কবীর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ (বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে ০৮-০৭-২০১২ তারিখে প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৩৯/২০১২/৩৫৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত ভিত্তি নেই;

সেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ কবীর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ (বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্ত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ ফাল্গুন ১৪১৯/০৩ মার্চ ২০১৩

নং প্রাগম/বিদ্যা-১/ট্রাস্ট-৭/২০০০-১০৬—প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে উক্ত ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হ'ল :

(ক)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	চেয়ারপারসন
(খ)	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	ভাইস চেয়ারপারসন
(গ)	অধ্যক্ষ খাদিজা খাতুন শেফালী, সংসদ সদস্য, ৩০১ মহিলা আসন-১	সদস্য, সরকার কর্তৃক মনোনীত
(ঘ)	বেগম জোবেদা খাতুন, সংসদ সদস্য, ৩১২ মহিলা আসন-১২	সদস্য, সরকার কর্তৃক মনোনীত
(ঙ)	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য (পদাধিকার বলে)
(চ)	অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, অধ্যাপক ও প্রাক্তন ডীন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য, সরকার কর্তৃক মনোনীত
(ছ)	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য, সরকার কর্তৃক মনোনীত

২। ট্রাস্টি বোর্ডে মনোনীত সদস্যবৃন্দের মেয়াদ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবুল কালাম
উপ সচিব।

বিদ্যালয়-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ ফাল্গুন ১৪১৯/০৪ মার্চ ২০১৩

নং ৩৮.০০৮.০৩৪.০০.০০.০০১.২০০৪-১৪০—চট্টগ্রাম জেলার চান্দগাঁও থানার 'টেকবাজার পোল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর নাম পরিবর্তন করে 'টেকবাজার হাজী কালা মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামকরণ করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাজরীন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব (বিদ্যালয়-২)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৪ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০২০.২০১২-৩১২—যেহেতু, বেগম হাসিনা রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার টেলিকম ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে গত ২৮-০৬-২০০৮ তারিখ হতে ২৭-১০-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত মঞ্জুরকৃত ৪ (চার) মাসের মাতৃত্বজনিত ছুটি ভোগ শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের তাগিদ সত্ত্বেও অননুমোদিভাবে ৩ বছর ০৮ মাস ১৮ দিন কর্মে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারী করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ, রকম ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর অসুস্থতাজনিত জটিল মনোদৈহিক পরিস্থিতির বিষয়টি বিবেচনা করে এ অপরাধের দায়ে তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত বেগম হাসিনা রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ টেলিকম, রাজারবাগ, ঢাকা-কে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধিমতে একই বিধিমালার ৩(বি) বিধির অপরাধের দায়ে ৪ (২)(বি) বিধি অনুযায়ী এই আদেশের তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো। তাঁর অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০১৭.২০১২-৩১৩**—যেহেতু, শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, ২৯-তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের একজন কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি সারদা, রাজশাহীতে মৌলিক প্রশিক্ষণরত অবস্থায় গত ২১-০৯-২০১১ তারিখ সোরিয়াসিস ও প্যানক্রিয়েটিকজনিত অসুস্থতার সু-চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, রাজারবাগ, ঢাকায় এসে সেখানে ভর্তি না হয়ে অননুমোদিতভাবে ১৯-০৯-২০১২ তারিখ পর্যন্ত প্রশিক্ষণে অনুপস্থিত থাকার কারণে সরকারি কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও ডিজারশনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রাসংগিক বিষয়াদি, অভিযোগের গুরুত্ব, গভীরতা, ধরণ, রকম ও সার্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও বিবেচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এ অপরাধের দায়ে একজন নবীন কর্মকর্তা হিসেবে অসুস্থতাজনিত দৈহিক ও মানসিক বিপর্যস্ততার বিষয়টি মানবিকভাবে বিবেচনা করে তাঁকে লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব শেখ মোস্তাফিজুর রহমান, এএসপি (শিক্ষানবিস)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধিমতে একই বিধিমালার ৩(বি) বিধির অপরাধের দায়ে ৪ (২)(বি) বিধি অনুযায়ী এই আদেশের তারিখ হতে ২(দুই) বছর বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার দণ্ড প্রদান করা হলো। তাঁর অনুপস্থিতকাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সি কিউ কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ ফাল্গুন ১৪১৯/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০০৭-২৪৮—উত্তরা-পশ্চিম থানার সাধারণ ডায়রী নং-৭১৯, তারিখ ১২-০১-২০১৩, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা মুলে গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ আতিকুর রহমান ওরফে সোনাসহ ০৪ জনকে গত ১৩-০১-২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আসামীগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কতিপয় অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রের নিন্দা করা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে আইন শৃংখলা অবনতির

জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি ও দাংগা বাঁধানোর উস্কানী দেয়া, সরকারি কাজে বঁধাদান, পুলিশের উপর আক্রমণ এবং হত্যা করা, মানবতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় অকার্যকর করা, দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টিকরাসহ বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রদ্রোহী লিফলেট, বইয়ের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, জনশৃংখলা, বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সু-সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে জব্দকৃত আলামতসমূহ তৈরী করেছে মর্মে প্রাথমিক তদন্তে ও সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতিয়মান হয়। যা বাংলাদেশ দন্ডবিধির ১২১/১২৩-ক/১৫৩/১৫৩-ক/১৫৩-খ/৫০৫-ক ধারার অপরাধ। উক্ত অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উত্তরা-পশ্চিম থানা, ডিএমপি, ঢাকা-কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজধারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ৩ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৩.২০১৩-২৬৯—শেরপুর জেলার শেরপুর থানার মামলা নং-৪২, তারিখ ২৭-১১-২০১০, জিআর নং-৫৫৭/২০১০ {দায়রা জজ আদালত, শেরপুর, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০১/২০১১} মামলাটির অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০(২) এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১০ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০২.২০১৩-৩০৭—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর কোতোয়ালী থানার মামলা নং-১৪, তারিখ ০৭-১২-২০১২, খ্রিঃ থেকে উদ্ভূত দায়রা (সন্ত্রাস বিরোধী আইন) মামলা নং-৭০৬/১৩, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৮/৯/১০/১৩ মামলাটির অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০(২) এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

তারিখ, ২৭ ফাল্গুন ১৪১৯/১১ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০১৩-৩০৯—কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর কলেজের প্রভাষক মোহম্মদ আলী আজমকে কার্যবিধি ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে মুরাদনগর (কুমিল্লা) থানার সাধারণ ডাইরী নং-৩৪, তারিখ ০১-০১-২০১৩ ইং মূলে আদালতে সোপর্দকৃত আসামী পবিত্র কোরআন এবং ইসলাম ধর্মের পরিপন্থি কার্যকলাপে লিপ্ত ও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত আনার অপরাধে পেনাল কোডের ২৯৫-ক ধারায় অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মুরাদনগর থানা, কুমিল্লা-কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০৩.২০১১-৩১২—শেরপুর জেলার (১) নালিতাবাড়ী থানার মামলা নং-১২, তারিখ ২২-০৫-২০১২, জিআর নং-৭৫/২০১২, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ৮/৯/১০/১২/১৩ {দায়রা জজ আদালত, শেরপুর, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০৩/২০১৩} এবং (২) শেরপুর থানার মামলা নং-২৩, তারিখ ১৯-১২-২০১১, জিআর নং-৬১৬/২০১১, ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর ১০ {দায়রা জজ আদালত, শেরপুর, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০২/২০১২} মামলা ২টির অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণের জন্য আবশ্যকীয় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০(২) এর অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

তারিখ, ১২ মার্চ ২০১৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.২০০৭-৩১৬—(১) মোঃ বাবু মিয়া (৩৪), (২) মোঃ শরিফুল ইসলাম (২৯) উভয় পিতা মোঃ হোসেন আলী, গ্রাম শ্রীপুর, থানা বিরামপুর, জেলা দিনাজপুর, (৩) মোঃ আসাদুল ইসলাম (২৫), পিতা মৃত পচু সরদার, গ্রাম তারাগনি শালিমপুর, থানা দৌলতপুর, জেলা কুষ্টিয়াগণকে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার জিডি নং-৩০১, তারিখ ৯-২-২০১৩, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। আসামীগণ গত ৯-২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ১১.৩০ ঘটিকার সময় পলাশবাড়ী থানা চৌরাস্তা মোড়ে "হেযবুত তাওহীদ" নামক সংগঠনের বিভিন্ন প্রকার বই, লিফলেট "দাজ্জাল" নামক প্রামান্য চিত্রের সিডি আসামীদের হেফাজত হতে জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়। হেযবুত তাওহীদের প্রচারিত লিফলেট, পুস্তক, সিডি বিক্রয়সহ ইসলাম ধর্মের অপপ্রচারমূলক বক্তব্য ও মন্তব্য করে ইসলাম ধর্মীয় অনুভূতিতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের আশংকায় আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদে তাদের দলের প্রধান (এমামুয্ যামান) জনাব মোঃ বায়াজীদ খাঁন পন্নীকে শেষ জামানার ঈমাম হিসেবে প্রকাশ ও প্রচার করে ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে যা দণ্ডবিধি ২৯৫-ক ধারায় অপরাধের সামিল। উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৯৫-ক ধারায় মামলা রুজু করার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পলাশবাড়ী থানা, গাইবান্ধা-কে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের মঞ্জুরী (Sanction) এতদ্দ্বারা প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু সাঈদ মোল্লা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৮ মাঘ ১৪১৯/৩১ জানুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৬.২০১১-৯৮—যেহেতু ডাঃ মোঃ রুহুল আমীন সরকার (৪৩১৫৭), প্রাক্তন প্যাথলজিস্ট, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া ০১-০৭-২০০৯ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি

কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগী মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ রুহুল আমীন সরকার (৪৩১৫৭), প্রাক্তন প্যাথলজিস্ট, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, বগুড়া-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-০৭-২০০৯ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮০.২০১০-৯৯—যেহেতু ডাঃ মোঃ তারেক সেলিম (৪৩০৭৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার (শিশু সার্জারী), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা ০৭-০৩-২০১০ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত প্রকাশ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ তারেক সেলিম (৪৩০৭৮), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার, শিশু সার্জারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৭-০৩-২০১০ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৮৮/২০০৯-১০০—যেহেতু ডাঃ কামাল পাশা (৪০০২৫), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্ত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা গত ২২-৩-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ কামাল পাশা (৪০০২৫), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্ত কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২২-০৩-২০০৯ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

তারিখ, ২১ মাঘ ১৪১৯/৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৭০.২০১১-১০৭—যেহেতু ডাঃ মোঃ সফিউল আযম (৪১১৭৯), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম ২৫-১০-২০০৯ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ সফিউল আযম (৪১১৭৯), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), কার্ডিওলজি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৫-১০-২০০৯ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-০৩/১৯৯৮-১০৮—যেহেতু ডাঃ শাহীনা আখতার (৩১১১৪), প্রাক্তন প্রভাষক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ৩১-১০-১৯৯৬ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ শাহীনা আখতার (৩১১১৪), প্রাক্তন প্রভাষক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৩১-১০-১৯৯৬ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/২-০২/২০০৯-১১২—যেহেতু ডাঃ মোঃ তৌহিদুল হক (৩৮৯৬০), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ৮-৫-২০০৬ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করলেও তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন তাঁকে চাকুরি হতে অপসারণ করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ তৌহিদুল হক (৩৮৯৬০), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ৮-৫-২০০৬ হতে সরকারি চাকুরি থেকে অপসারণ করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশ

তারিখ, ৬ জানুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৭.২০১৩-১৩২—যেহেতু, ডাঃ অসীম কুমার দাস (১২৪৫৯৬), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মধুখালী, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলায় মামলা নং-১৫, তারিখ ২১-৬-২০১২ এবং মধুখালী জিআর-১০৭/১২ বর্তমান নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা ৪৭৪/১২ দায়ের করা হয় এবং সে মোতাবেক তিনি গত ৬-১-২০১৩ তারিখ গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে প্রেরিত হয়;

এক্ষণে, সেহেতু, তাঁকে বাংলাদেশ সার্ভিস রুল (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি মোতাবেক চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

এ আদেশ তিনি জেল হাজতে প্রেরণের তারিখ অর্থাৎ ৬-১-২০১৩ ইং তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৪.২০১১-১০৯—যেহেতু, ডাঃ মাহবুব জাহান আহমদ (৩৭২০২), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), চক্ষু বিভাগ, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ও সংযুক্ত শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ,বরিশাল এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মাহবুব জাহান আহমদ (৩৭২০২), সহকারী অধ্যাপক (চঃদাঃ), চক্ষু বিভাগ, ওএসডি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ও সংযুক্ত শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। তিনি ভবিষ্যতে দণ্ডকালীন সময়ের জন্য কোন প্রকার বকেয়া বেতন প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৮৯.২০১২-১৩৩—যেহেতু, ডাঃ আহমদ মোয়াল্লেম আল ফারুক খান (কোড-৪১৮৮৯), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইউরোলজি), চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২৯-১-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, ইউরোলজিতে এমএস করার জন্য ১-১-২০০৭ থেকে ৩০-৬-২০১১ পর্যন্ত মোট ৪ বছর ৬ মাস প্রেষণ ও শিক্ষাছুটিতে ছিলেন কোর্স শেষ করার জন্য তিনি ১-৭-২০১১ থেকে আরো ৬ মাসের শিক্ষাছুটির আবেদন করেছিলেন যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মঞ্জুর হয়নি। তিনি শিক্ষাছুটি মঞ্জুর হবে প্রত্যাশায় ৪ বছর ৬ মাস অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় ঐ সময়ও অধ্যয়নরত ছিলেন মর্মে জানান। তিনি বর্ধিত সময়ে অননুমোদিতভাবে অধ্যয়নের জন্য দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ আহমদ মোয়াল্লেম আল ফারুক খান (কোড-৪১৮৮৯), সহকারী রেজিস্ট্রার (ইউরোলজি), চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হলো।

তারিখ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩৮.২০১২-১৪২—যেহেতু, ডাঃ ফারজানা ইয়াসমিন (১১৪০৭৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২০-১-২০১৩ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান যে, তিনি ১-৭-২০০৯ থেকে ৩১-১২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেষণে ছিলেন। তিনি ১-১-২০১২ তারিখ থেকে পরবর্তী ৬(ছয়) মাসের জন্য শিক্ষাছুটির আবেদন করে অধ্যয়নরত ছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাঁর শিক্ষাছুটি মঞ্জুর হয়নি। যার ফলে ঐ সময়টুকু অননুমোদিত অনুপস্থিতি হিসেবে গণ্য হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ ফারজানা ইয়াসমিন (১১৪০৭৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৯৮.২০১১-১৪৫—যেহেতু, ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮২০৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (প্রাক্তন আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার) কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার জনৈক উম্মে সালমা, প্রযত্নে মনির আহমেদ, গিলাতুলি, উখিয়া, কক্সবাজারকে মিথ্যা জখমী সনদপত্র প্রদান করায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম (৩৮২০৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (প্রাক্তন আবাসিক মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, কক্সবাজার) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। তিনি ভবিষ্যতে দণ্ডকালীন সময়ের জন্য কোন প্রকার বকেয়া বেতন প্রাপ্য হবেন না।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

(পার-৩ অধিশাখা)

আদেশ

তারিখ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৫.১৪৪.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১১-৮৭—দুর্নীতি দমন কমিশনের (নেত্রকোনা থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ৩১-১-২০০০) মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্তকৃত ডাঃ মোঃ আয়ুব আলী (কোড নং ৩৯৮৩০), প্রাক্তন সিনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন), আধুনিক সদর হাসপাতাল, নেত্রকোনা (বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক (চঃদাঃ), নবজাতক শিশু বিভাগ, ময়মনসিংহ-র বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার কার্যক্রম মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের Criminal Mis. Case No. 44567/2012 আদেশে ৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করায় এ মন্ত্রণালয়ের গত ৪-১১-২০১২ তারিখের ৪৫.১৪৪.০২৭.০১.০০.০০৩.২০১১-৮১৬ নং স্মারকে উক্ত কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্তের যে আদেশ প্রদান করা হয়েছিল তা এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৬.০৬৩.০৩১.০৩.০০.০০২.২০১১-২৪৮—মাগুরা পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন গত ১২-২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩৩(১)(চ) উপ-ধারামতে সরকার উল্লিখিত তারিখ হইতে মাগুরা পৌরসভার মেয়র এর পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমুহ

তারিখ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-২৫৮—মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খন্দকার মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন বিপুল ২৮-১-২০১৩ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩৩(১)(চ) উপ-ধারামতে গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে সরকার উল্লিখিত তারিখ হইতে মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

নং ৪৬.০৬৩.০৩২.০১.০০.০০২.২০১১-২৫৯—চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব রেজাউল হক রেজা ২৮-১২-২০১২ তারিখ মৃত্যুবরণ করায় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩৩(১)(চ) উপ-ধারামতে গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে সরকার উল্লিখিত তারিখ হইতে চুয়াডাংগা পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদটি শূন্য ঘোষণা করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ খলিলুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০/০৪ জুন ২০১৩

নং ০৫.১৩০.০৩২.০০.০০.৩৬৩.২০১০-২২৯—যেহেতু জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এন.ডি.সি (৭১২৮), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন দণ্ডবিধির ১৬১/১২০(বি) ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় বনানী থানায় ১৭-১২-২০১২ তারিখে ১৯ নং মামলা রুজু করে;

যেহেতু তিনি বর্ণিত মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে অন্তরীণ থাকায় সরকার তাঁকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট ২ অনুসারে ২৬-১২-২০১২ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে;

যেহেতু তিনি ইতোমধ্যে জামিনে মুক্তি লাভ করেছেন;

যেহেতু আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাঁর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারে আইনগত কোন বাধা নেই বলে মতামত প্রদান করে;

সেহেতু জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এন.ডি.সি (৭১২৮)-এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের সকল পাওনাদি বিধি মোতাবেক প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ এপ্রিল ২০১৩

নং প্রশা-৬/রাজ-১৬/২০০৭/২৩৮—বর্তমান পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে গুলশান, বনানী, উত্তরা, বারিধারা ও নিকুঞ্জ এলাকায় বরাদ্দ প্রাপকদের চাহিদা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করার স্বার্থে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১২/২০১২ তম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৩৬ তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত (গ) অনুযায়ী গঠিত ৬ নং সাব-কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ঃ

"রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন (গুলশান, বনানী, উত্তরা, বারিধারা ও নিকুঞ্জ) বাণিজ্যিক/অ-আবাসিক সড়কের সাথে সংযোগ সড়কগুলোর কর্ণার প্লটগুলোর মালিকদের আবেদনের ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে শুধুমাত্র কর্ণার প্লটগুলোর শ্রেণী পরিবর্তন করে বাণিজ্যিক সড়কের সাথে সংযুক্ত করে বাণিজ্যিক/অ-আবাসিক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে"।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নাজিয়া ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।